১৫তম তারাবীহ

১৫তম তারাবীহতে কুরআনের পঠিতব্য অংশ হলো ১৮ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা মুমিনুন, সূরা নূর ও সূরা ফুরকানের কিছু অংশ।

ঘটনাবলি

যেসব ঘটনা কুরআনে বারবার আলোচিত হয়েছে, নূহ (আ.)-এর ঘটনা তার অন্যতম নূহ (আ.) স্বজাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিলে তারা বাপদাদার অন্ধ অনুকরণের পথ বেছে নেয় এবং পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে। মহান আল্লাহ নূহ (আ.)-কে নৌকা তৈরি করে অনুসারী-সহ প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করে সেই নৌকায় আরোহণের নির্দেশ দেন, যেন অত্যাসন্ন দুনিয়াপ্লাবিত বন্যায় তাদের বংশধারা অবশিষ্ট থাকে সেই প্লাবনে নৌকার আরোহীরা ছাড়া সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। প্লাবনের পর নূহ (আ.) মুশরিকমুক্ত এক নতুন পৃথিবী নির্মাণ করেন। ২৩/২৩-৩০

নূহ (আ.)-এর মৃত্যুর পর নতুন এক প্রজন্ম পৃথিবীতে এলো। তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বলতে লাগল, পৃথিবীই তো সব। এখানেই আমরা মরি এবং বাঁচি এরপর আর কোনো জীবন নেই। তাদের ওপর মহানাদ আকারে আল্লাহর আযাব আসে এবং তাদেরকে আবর্জনায় পরিণত করে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়। ২৩/৩১-৪১

এরপর ধারাবাহিকভাবে বহু নবী-রাসূল প্রেরিত হন। তাদের সবার ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। সমাজের মূলধারার মানুষেরা তাদেরকে অস্বীকার-অবজ্ঞা করে। পরিণামে সবাই আল্লাহর আযাব প্রত্যক্ষ করে। ২৩/৪২-৪৯

মদীনায় ইসলামের অগ্রযাত্রা দেখে কাফির গোষ্ঠী বিচলিত হয়। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তের পথ বেছে নেয়। এ কাজে মুসলমানদের মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফিকদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে জঘন্য। মুস্তালিকের অভিযান শেষে মদীনায় ফেরার পথে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করেন। সেই অভিযানে আয়েশা (রা.) ছিলেন নবীজির সফরসঙ্গী। আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে একটু দূরে যান এবং হার হারিয়ে ফেলেন। তিনি হার খোঁজায় ব্যস্ত থাকেন আর কাফেলা তাকে রেখেই রওনা হয়ে যায়। যে কোনো সফরে রাসূল (সা.)-এর নিয়ম

CamScanner

ছিল পেছনে একজন পর্যবেক্ষক রাখা। কোনো বস্তু ভুলক্রমে ফেলে এলে তা সংরক্ষণ করা এই ব্যক্তির কাজ। সেবার সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা.) ছিলেন এই দায়িত্বে নিয়োজিত। কাফেলা চলে যাওয়ার পর তিনি আয়েশা (রা.)-এর অবয়ব আঁচ করতে পেরে বিস্মিত হন। দ্রুত উট বসিয়ে তাতে চড়তে বলেন। এরপর উটের রশি ধরে কাফেলার সাথে মিলিত হন। এটাকেই সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে ছদ্মবেশী মুনাফিকরা। তারা আয়েশা (রা.)-এর নামে মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে। না বুঝে সরলমনা দু-একজন মুসলমানও যোগ দেয় তাদের সাথে। তারই প্রেক্ষিতে সূরা নূরের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। এতে স্বয়ং আল্লাহ উম্মুল মুমিনীনের নিষ্কলুষতার সাক্ষ্য দেন। ২৪/১১-২০

অপবাদের এই ঘটনায় যে সব মুসলমান জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন মিসতাহ (রা.)। মিসতাহকে আবু বকর (রা.) অর্থ-সহায়তা করতেন। এই ঘটনায় তিনি মিসতাহকে সহায়তা না করার শপথ করেন। ভালো কাজ বর্জনের শপথ করা ঠিক নয়—এ মর্মে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন। বরং তারা যেন ক্ষমা করে। এতে আল্লাহও তাদের ক্ষমা করবেন। এ আয়াত নাযিলের পর আবু বকর (রা.) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং কৃত শপথের জন্য কাফফারা আদায় করেন। ২৪/২২

ঈমান-আকীদা

মৃত্যুর পর কিয়ামতের আগ পর্যন্ত মানুষের দেহাবশেষ কবর বা অন্য কোথাও যে অবস্থায় থাকে, কুরআনে সেটাকে বারযাখের জগৎ বলা হয়েছে। (২৩/৯৯ দ্রষ্টব্য)

অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীসে বারযাখের জগতে মুমিনদের পুরস্কার এবং পাপিষ্ঠদের শাস্তির বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।[১]

আদেশ

- শুধু আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করা। ২৩/২৩
- হালাল ভক্ষণ করা। ২৩/৫১
- সৎ কাজ করা। ২৩/৫১
- তাকওয়া অবলম্বন করা। ২৩/৫২
- ক্ষমা করা ও উদারতা দেখানো। ২৪/২২
- দৃষ্টি অবনত রাখা। ২৪/৩০

---

[১] সহীহ বুখারী, ১৩৩৮, সহীহ মুসলিম, ২৮৭০, সুনানুত তিরমিযী, ১০৭১

- চরিত্র হেফাজত করা। ২৪/৩০
- আল্লাহর কাছে তাওবা করা। ২৪/৩১
- অবিবাহিতদের বিবাহ দেওয়া। ২৪/৩২
- যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই তাদের সংযম অবলম্বন করা। ২৪/৩৩
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা। ২৪/৫৪
- সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা এবং রাসূলের আনুগত্য করা। ২৪/৫

নিষেধ

- শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা। ২৪/২১
- অনুমতি ব্যতীত অন্যের কক্ষে প্রবেশ না করা। ২৪/২৭
- (গায়রে মাহরামদের সামনে) মুমিন নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা। ২৪/৩১
- নারীদের এমনভাবে চলাফেরা না করা, যাতে তার গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ পেয়ে যায়। ২৪/৩১

বিধি-বিধান

১. মহান আল্লাহ সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না। কুরআনের এই বাণী ইসলামী ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এ থেকে ফকীহগণ বহু বিধি-বিধান উদঘাটন করেছেন। ২৩/৬২

২. যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি ও তার বিধি-বিধান তুলে ধরা হয়েছে সূরা নূরে। ২৪/২-৩

৩. কারো ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দিলে তার শাস্তি আশি বেত্রাঘাত এবং চিরকালের জন্য সাক্ষ্যদানে অযোগ্য ঘোষণা। ২৪/৪-৫

৪. স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে তা নিষ্পত্তির পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। ২৪/৬-৯

৫. মুমিন নারী-পুরুষের দৃষ্টি ও চরিত্র হেফাজত করা কর্তব্য। ২৪/৩০-৩১

৬. চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া মহিলাদের জন্য সাধারণ নারীদের মতো পর্দা করা আবশ্যক নয়। অবশ্য সাজগোজ ও রূপচর্চা করে পরপুরুষের সামনে তারাও যাবেন না। আর পর্দার শিথিলতা জায়েজ হলেও যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা তাদের জন্যও উত্তম। ২৪/৬০

৭. আশ্রিত প্রতিবন্ধীদের সাথে একত্রে খাওয়া নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংকোচ ছিল

এই সংকোচের উৎস ছিল একে অন্যের প্রতি দায়িত্বশীলতা ও পরস্পরের অসুবিধার বিষয়ে অতি সংবেদনশীলতা। নিজেদের মধ্যে এত হিসাব না করে একত্রে বসে আহারের নির্দেশ দেন আল্লাহ। ২৪/৬১

দৃষ্টান্ত

আল্লাহর নূর (মানুষের অন্তরে থাকা হেদায়েত)-এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে একটি তাকের সাথে, যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি রয়েছে একটি চিমনির মধ্যে, যা উজ্জ্বল তারকার মতো জ্বলজ্বলে; যে প্রদীপটি জ্বালানো হয় বরকতময় জয়তুনের সর্বোৎকৃষ্ট তেল দ্বারা। এ যেন নূরের ওপর নূর, আলোর ওপর আলো। ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহ যে হেদায়েতের নূর দান করেন, সেটি অন্ধকারের বুক চিরে সর্বোৎকৃষ্ট আলো দানকারী প্রদীপের মতো আলোকিত ও উজ্জ্বল। ২৪/৩৫

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম গাজালী (রহ.) একটি নিবন্ধ লিখেছেন। অন্যান্য মুফাসসিরগণও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

মরুভূমির চকচকে বালুরাশিকে তৃষ্ণার্ত পথিক পানি মনে করে এগিয়ে যায়। কিন্তু কাছে গিয়ে সে নিরাশ হয়। যারা কুফুর অবলম্বন করে, তাদের দৃষ্টান্তও অনুরূপ। তারা নিজেদের নানা সৎকর্মে তৃপ্ত থাকে। আদতে তা মরীচিকার মতো ধোঁকার খেলা। ঈমানহীন সে সব কর্মের কোনো বিনিময় তারা পাবে না। যথাসময়ে মোহভঙ্গ হবে তাদের। ২৪/৩৯

আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফিরদের অবস্থা আরো করুণ। বিশ্বাসে তারা এতটাই নিঃস্ব যে, প্রথমোক্ত কুফুরে লিপ্তদের মতো সামান্য আলো থেকেও তারা বঞ্চিত। তাদের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে আরেকটি উপমা দিয়েছেন আল্লাহ। গভীর সমুদ্রের তলদেশে বিস্তৃত অন্ধকারকে আচ্ছন্ন করে রাখে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ। তার উপর মেঘমালার আঁধার। কয়েক স্তরের এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কেউ হাত মেললেও তা দেখতে পায় না। এই শ্রেণীর লোকেরা ঠিক এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত। ২৪/৪০

ইসলামী শিষ্টাচারের সৌন্দর্য

অন্যের কক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার রক্ষা এবং প্রবেশের পূর্বে সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার বিধান দিয়েছেন মহান আল্লাহ। এমনকি অনুমতি না পেলে ফিরে যেতেও বলা হয়েছে। তবু কারো কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা কিংবা উঁকি মারা সম্পূর্ণ নিষেধ। ২৪/২৭-২৮

প্রাপ্তবয়স্ক হলে নিজের বাড়িতেও অপরের কক্ষে প্রবেশে অনুমতি গ্রহণ করা উচিত। ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু-কিশোরদের জন্য সব সময় তা প্রযোজ্য না

CamScanner

হলেও ঘুমের সময় এবং একান্ত মুহূর্তে তাদের জন্যও তা প্রযোজ্য। ২৪/৫৮

অনেকে বাইরের মানুষকে সালাম দিলেও নিজের ঘরের মানুষকে সালাম দিতে ক করেন। সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে কল্যাণময় এবং পবিত্র অভিবাদন উল্লেখ ক বাসায় প্রবেশের সময়ও সালামের নির্দেশ করা হয়েছে। ২৪/৬১

নাম ধরে কিংবা পারস্পরিক সম্বোধনের মতো যেন রাসূলকে সম্বোধন করা না সে নির্দেশনা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। এটা রাসূলের প্রতি শিষ্টাচারের অংশ। ২৪/

সফল মুমিন ও জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারীদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য

সফল ঈমানদার ও চিরকালের জন্য (সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত) জান্নাতুল ফিরদাউসের অধি হতে হলে ছয়টি বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হবে:

এক. সালাতে খুশু (মনযোগ) অবলম্বন করা।

দুই. অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় এড়িয়ে চলা।

তিন. যাকাত আদায় করা।

চার. চরিত্র হেফাজত করা।

পাঁচ. আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করা।

ছয়. সকল সালাতের প্রতি যত্নশীল হওয়া। ২৩/১-১১

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

সকল নবী-রাসূলের প্রতি পবিত্র ও হালাল খাওয়ার অভিন্ন নির্দেশ জারি করেন ম আল্লাহ। এমনকি হালাল খাওয়ার গুরুত্ব এত বেশি যে, নেক আমলের নির্দেশেরও অ হালাল খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২৩/৫১

সুসংবাদ ও সতর্কতা

যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, পৃথিবীতে তাদের প্রতিনিধিত্ব দান, তা দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ়করণ এবং ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্ত করার ওয়াদা করেছেন মহান আল্লাহ। ২৪/৫৫

আখিরাতের চিত্র কেমন হবে?

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে ঈমানদার ও আল্লাহভীরু হতে অনুপ্রাণিত ক দুনিয়ার সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন হয়ে আখিরাত ভুলে থাকা মানুষদের বিবেচনাবোধ জা

CamScanner

করার জন্য একটি আয়াতই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না'? ২৩/১১৫

অবহেলা আর উদাসীনতায় নষ্ট করা জীবনের যখন অবসান ঘটবে এবং আল্লাহর আযাব যখন সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন মানুষেরা পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে। মহাপ্রলয়ের মুহূর্তে যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন কেউ কাউকে চিনবে না। সেদিন সৎকর্মশীলরা সফল হবে। কিন্তু অবাধ্যদের পরিণতি কী হবে, সেই বর্ণনা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। জাহান্নামীদের পারস্পরিক কথোপকথন ইত্যাদি উঠে এসেছে সূরা মুমিনুনের শেষ আয়াত পর্যন্ত। ২৩/৯৯-১১৪

রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ বিপদাপদ আপতিত হওয়া অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাবে আক্রান্ত হওয়ার ভয় করে। ২৪/৬৩

আল্লাহভীরুদের বৈশিষ্ট্য

১. প্রতিপালকের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে।

২. প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক করে না।

৩. দান-সাদাকা সহ কোনো ভালো কাজ করে অহমিকা করে না, বরং আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ও বিনম্র থাকে।

এই শ্রেণীর মানুষেরাই ভালো কাজে তৎপর ও কল্যাণের পথে অগ্রসর থাকে। ২৩/৫৭-৬১

আজকের শিক্ষা

আম্মাজান আয়েশা (রা.)-এর প্রতি জঘন্য মিথ্যাচার প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, এ ঘটনাকে তোমরা নিজেদের জন্য খারাপ মনে করবে না, বরং এর মাঝে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। বস্তুত এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিকদের মুখোশ খুলে গেছে। এছাড়া ব্যক্তিগত মনোবেদনায় কাউকে দান করা থেকে বিরত না থাকার বিধান নাযিল হয়েছে।

সুতরাং একজন মুমিন জীবনের প্রতিটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার আড়াল থেকে কল্যাণ বের করে আনবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে।

কটূক্তি ও মন্দ আচরণ প্রতিহত করতে গিয়ে আমরাও যেন মন্দ পন্থা অবলম্বন না করি। মহান আল্লাহ মন্দকে উৎকৃষ্টতম পন্থায় মোকাবিলা ও প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছেন। ২৩/৯৬

CamScanner

আজকের দোয়া

رَبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমাকে অবতরণ করান বরকতময় অবতরণে। আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। ২৩/২৯

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّیٰطِیْنِ ﴿۹۷﴾ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ ﴿۹۸﴾

হে আমার প্রতিপালক, আমি শয়তানদের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, যাতে তারা আমার কাছে আসতে না পারে। ২৩/৯৭-৯৮

رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী। ২৩/১১৮

CamScanner